Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৬ জুন, ২০১৭

৪০ বর্ষ ২৩ সংখ্যা ৫ জুন, ২০১৭, সোমবার, ২১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪

পর্বতারোহী পরেশচন্দ্র নাথের মরদেহ ফিরল দুর্গাপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ৩ জুন : ২০১৬ সালের মে মাসে এভারেস্ট অভিযানে গিয়ে মারা যান দুর্গাপুরের বিশিষ্ট পর্বতারোহী পরেশচন্দ্র নাথ। ওই অভিযানে চারজনের পর্বতারোহী দলের মধ্যে একমাত্র বেঁচে ফেরেন সুমিতা হাজরা। মৃত সুভাষ পালের দেহ উদ্ধার করা গেলেও খারাপ আবহাওয়ায় উদ্ধার করা যায়নি মৃত পর্বতারোহী পরেশচন্দ্র নাথ ও গৌতম ঘোষের দেহ। পাহাড়ের কোলে রয়ে যায় মৃত পর্বতারোহীদ্বয়ের দেহ। এ বছরে পর্বতারোহনের জন্য সময় শুরু হয়ে গেলে, তাদের দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ১ জুন দুর্গাপুরে পৌঁছায় পরেশচন্দ্র নাথের মরদেহ। গতকাল সকালে তাঁর মরদেহ প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় ইস্পাতনগরীর শরৎচন্দ্র এ্যাভিন্যুতে তাঁর বাস ভবনে। সেখান থেকে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় এইটিন রুম হস্টেলে দুর্গাপুর মাউন্টেনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর দপ্তরে। সেখানে তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন অসংখ্য মানুষ। শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সন্তোষ দেবরায়, বিধায়ক বিশ্বনাথ পারিয়াল, এস.ডি.এম শঙ্খ সাঁতরা প্রমুখ। পরে বীরভানপুর শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

পরেশচন্দ্র নাথ, প্রতিকূল অর্থনৈতিক অবস্থা ও শারীরিক প্রতিবন্ধকতার সাথে কঠোর লড়াই চালিয়ে ৩০টির বেশি দুর্গম পর্বত

—এরপর চারের পাতায়

টানা ১৫ বছর ঘরে শিকলে বাঁধা যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩১ মে : নয় বছর বয়সে হঠাৎ মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ। তারপর বছর তিনেক এখানে ওখানে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা। শেষে ১৫টি বছর একটানা শিকল বাঁধা অবস্থায় ঘরে বন্দি জীবন কাটাচ্ছে কালনা শহরের কৃষ্ণ সাহা। তার পরিবারে রয়েছে ভাই ও তার বিধবা মা লক্ষ্মী সাহা। ১০ নং ওয়ার্ডের নিচু জাপটের লক্ষ্মী সাহা জানান, ছেলের ৯ বছর বয়সে হঠাৎ মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ হয়। সালটি ছিল ২০০০। ওর বাবা চাঁদমোহন সাহা ছেলেকে সুস্থ করার জন্য কলকাতায় পর্যন্ত ছুটেছেন। তিন বছর চিকিৎসা করানোর পর ২০০৩ সালে চাঁদমোহন সাহার মৃত্যু হলে কৃষ্ণের চিকিৎসা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। সেই থেকেই কৃষ্ণ ঘরে বন্দি জীবন কাটাচ্ছে। কৃষ্ণের মায়ের বক্তব্য সংসারটাই ঠিকমতো চলছে না। কি করে ওর চিকিৎসা করাবো? কোনো সহৃদয় ব্যক্তি বা সংস্থা যদি কৃষ্ণের চিকিৎসায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, তাহলে আমরা চির কৃতজ্ঞ থাকব।

হিমঘর মালিক এবং ব্যাঙ্কের আঁতাতের গন্ধ পাচ্ছে শ্রমিকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১ জুন : কর্মচারীদের পাওনাগণ্ডা থেকে বঞ্চিত করতেই ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করেনি আলুর হিমঘরের মালিক। এমনই অভিযোগ শোনা গেল ১ জুন উচ্ছেদ হওয়া ১৬ জন হিমঘরের কর্মচারীদের মুখে। তারা দীর্ঘদিন ধরে কালনার লিচুতলার শ্রীকৃষ্ণ হিমঘরে কাজ করছিলেন। এই হিমঘরটি এদিন প্রশাসনের সহায়তায় দখল নেয় পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংক। তার আগে হিমঘর দপ্তর থেকে কর্মচারীদের ব্যাগ ইত্যাদি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তালা লাগানো হয়। কর্মচারীরা শুয়ে পড়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের টেনে বের করে দেয়। হিমঘর ম্যানেজার বিকাশ বিশ্বাস জানান, আমরা দীর্ঘদিন শ্রীকৃষ্ণ হিমঘরে কাজ করছি। মালিকের কাছে

হিমঘর দখল করার মুহূর্ত।

আমাদের অনেক টাকা পাওনা আছে। আমাদের দাবি ছিল বকেয়া মিটিয়ে তবে আমাদের যেন উচ্ছেদ করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কথা দিয়েছিল আপনাদের দাবি মেনেই উচ্ছেদ করা হবে। কিন্তু আজ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ চোখ উল্টে দিয়ে আমাদের অমানবিকভাবে হিমঘর থেকে উচ্ছেদ করলেন। পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংকের হুগলি আঞ্চলিক ম্যানজার স্বপন রায় জানান, হিমঘরের মালিক প্রদীপ গুপ্ত

—এরপর চারের পাতায়

অ্যাম্বুলেন্স থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও জাল টাকা উদ্ধার, ধৃত তিন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৪ জুন : নার্সিংহোমের অ্যাম্বুলেন্স করে পাচার করার আগেই উদ্ধার হল আগ্নেয়াস্ত্র ও জাল টাকা। পাচারের সাথে যুক্ত নার্সিংহোমের মালিকের ছেলে সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঘটনাটি কালনার পূর্ব সাতগাছিয়ার এস টি কে কে সড়কে। কালনা মহকুমা পুলিশ অফিসার প্রিয়ব্রত রায় জানান, নাদনঘাট থানার অন্তর্গত পারুলডাঙার একটি নার্সিংহোমের আড়ালে আগ্নেয়াস্ত্র ও জাল নোট বিভিন্ন জায়গায় পাচার হচ্ছে বলে খবর আসে। সুনির্দিষ্ট খবর

আসে গতকাল রাতে সমুদ্রগড় থেকে হুগলিতে নার্সিংহোমের অ্যাম্বুলেন্স করে আগ্নেয়াস্ত্র ও জাল নোট পাচার হবে।

—এরপর চারের পাতায়

কৃষকের আত্মহত্যা পিছু ছাড়ছে না সরকারকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৫ জুন : কৃষক আত্মহত্যা পিছু ছাড়ছে না মা-মাটি-মানুষের সরকারকে। বোরো চাষে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে সামলে উঠতে পারেনি ভাগচাষিরা। এপর্যন্ত ৮ জন আত্মঘাতি হলো ভাগচাষি। ২১ এপ্রিল প্রথম কালবৈশাখি

—এরপর চারের পাতায়

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচারে বিজ্ঞানকর্মীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩ জুন : ডাইনি প্রথার বিরুদ্ধে কাঁকসা ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মুনের কোদা গ্রামে প্রচার চালালেন বিজ্ঞানকর্মীরা। গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় এই প্রচার অভিযান চলে। প্রচার কাজে এগিয়ে আসে ইন্ডিয়ান রেডক্রশ, আর.কে ভৌমিক চ্যারিটেবল সোসাইটি প্রমুখ সংস্থা। স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ঔষধদান ছাড়া যুক্তিবাদী আলোচনা, প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। কাঁকসা বিজ্ঞান কেন্দ্রের পক্ষে এই আলোচনায় অংশ নেন রামপ্রণয় গাঙ্গুলি, ডাঃ তাপস ভৌমিক, আহমদ আলি, অরুণ কিরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এই গ্রামে ৫৬টি আদিবাসী পরিবারের বাস।

এক মহিলাকে ডাইনি চিহ্নিত করে তার উপর জুলুম হচ্ছিল। এর বিরুদ্ধে বিজ্ঞানকর্মী প্রচার চালান। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অর্পিতা ঢালী ও স্থানীয় শিক্ষক পশুপতি হাঁসদা সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন। সামাজিক ভাবে পুর্নবাসনের জন্য চিহ্নিত মহিলাকে দিয়ে এদিন বৃক্ষরোপন করানো হয়।

মেহনতী মানুষের ঐক্য ও সংগ্রামই প্রতিহত করবে সাম্প্রদায়িকতাকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : মেহনতী মানুষের সংগ্রাম বিকশিত করেই ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জোরদার লড়াই গড়ে তোলা সম্ভব। আজ ইস্পাতনগরীর দেশবন্ধু ভবনে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র ইস্পাত জোনাল কমিটির পক্ষ থেকে আয়োজিত 'সাম্প্রদায়িকতার বিপদ ও আমাদের দায়িত্ব' শীর্ষক আলোচনাসভায় একথা বলেন আলোচক ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র রাজ্য কমিটির সদস্য দেবাশীষ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, ভারতের সাম্প্রদায়িকতার জন্ম পরাধীন ভারতে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এটাকে নির্মাণ করে এবং সেই ভাবাদর্শ হিন্দুত্ববাদী ও মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তি উভয়ে গ্রহণ করে পরিপুষ্ট হয়, যা ভারতের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল ধারার সাথে মেলে না। স্বাধীনতার সময়ে কলঙ্কজনক দেশভাগের স্মৃতি আজও বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। ১৯৯১ সালে দেশে নয়া অর্থনীতির প্রণয়নের সাথে সাথে দেশে সাম্প্রদায়িকতার ধরণ ও বিপদ পাল্টেছে। হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক শক্তি হিসাবে 'রাজনৈতিক হিন্দু' ধারণা নির্মাণ করার মধ্য দিয়ে ধর্মীয় পরিচিতিকে ব্যবহার করে মেরুকরণের মধ্য দিয়ে কেবল রাজনৈতিক নয় রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে চাইছে। সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতা বিপজ্জনক, কিন্তু তা কোনোভাবেই রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের রাস্তায় যাওয়ার সমর্থ হয় না। 'রাজনৈতিক হিন্দু' ধারণা প্রসার

ঘটাতে হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি বেদ-মহাকাব্য-গীতা-পুরাণের ভুল ভাষ্য হাজির করছে, ইতিহাসের বিকৃতি করছে। অন্যদিকে হিন্দু ধর্মের 'তেত্রিশ কোটি দেবতা'র বহুত্ববাদী ধারণার বদলে এক দেবতা, এক ধর্মের ধারণায় ধর্মপ্রাণ মানুষকে বেঁধে ফেলতে চাইছে। হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং বিভিন্ন বিকৃত তথ্য হাজির করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে 'কাল্পনিক' শত্রু হিসাবে চিত্রিত করেছে, বর্তমানে নব্য উদার অর্থনীতিতে চরমভাবে নিষ্পেষিত মেহেনতী মানুষকে ভুল বুঝিয়ে লড়াই-সংগ্রামের রাস্তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার লক্ষ্যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে 'প্রতিপক্ষ' চিহ্নিত করতে চাইছে হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি। আসলে নব্য উদার অর্থনীতিতে গেরুয়া ঝাণ্ডা হল পুঁজির ঝাণ্ডা। তাই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, ধর্মনিরপেক্ষতার স্বার্থে লড়াই জোরদার করতে হলে নব্য উদার অর্থনীতির বিরুদ্ধে মেহেনতী মানুষের ইস্পাত দৃঢ় ঐক্য গড়ে লড়াই তীব্র থেকে তীব্রতর করতে হবে। সেই লড়াই বিকশিত করা বামপন্থীদের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। সভায় সভাপতিত্ব করেন নির্মল ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন সন্তোষ দেবরায়, মহাব্রত কুণ্ডু, সুবীর সেনগুপ্ত প্রমুখ।

নতুন চিঠি

৫ জুন, ২০১৭

‘জাল’ ডাক্তারের জালে অসহায় মানুষ

অসুস্থ হলে মানুষ তার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য পরম বিশ্বাসে ছুটে যায়, যাঁর কাছে, তিনি ডাক্তারবাবু। সে অসুস্থতা অল্প হতে পারে, আবার প্রাণঘাতীও হতে পারে। একমাত্র রক্ষাকর্তা তো ডাক্তারবাবুই। সেই বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে যারা ডাক্তার সেজে চিকিৎসার নামে জালিয়াতির ব্যবসা চালাচ্ছে, তারা কি সত্যিই ক্ষমার যোগ্য? অন্য নানা জালিয়াতির সঙ্গে এই জালিয়াতির গুণগত পার্থক্য এইখানে যে এই জালিয়াতি মানুষের জীবন-মরণ সমস্যা নিয়ে। বিগত কিছুদিনের মধ্যে যে হারে এই জাল ডাক্তার ধরা পড়ছে, তাতে গোটা চিকিৎসা-ব্যবস্থাই প্রশ্নের মুখে, মানুষের আস্থাই বিপর্যস্ত। জাল কিনা, এই প্রশ্নের মুখে আজ প্রকৃত চিকিৎসকও।

এ বিষয়ে বিশেষ উদ্বেগের কারণ সাধারণ থেকে নামি-দামি বেসরকারি এমনকি সরকারি চিকিৎসালয়গুলির ভূমিকাও। তারাও কি ডাক্তারের জালিয়াতির শিকার, নাকি জেনেশুনেই এই জালিয়াতি চালিয়ে যেতে দিচ্ছে শুধুমাত্র ব্যবসায়িক স্বার্থে? বেসরকারি নার্সিংহোমগুলি রোগিদের পরিজনের হাতে নানা অছিলায় লক্ষ লক্ষ টাকার বিল ধরিয়ে দিতে পারে, কিন্তু তাদের নিয়োজিত ডাক্তারবাবু প্রকৃত ডাক্তার কিনা সেটা খতিয়ে দেখতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে, কিন্তু হয় ইচ্ছে করেই, নয়তো ডাক্তারের নথিপত্র যাচাই না করেই কেবলমাত্র টাকা কামাবার জন্য তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। রোগিরা তো টাকা কামাবার উপায় ছাড়া আর কিছুই নয়।

বেসরকারি নার্সিংহোমগুলি সম্পর্কে এমনিতেই মানুষের অনেক অভিযোগ। তার সঙ্গে আজ যুক্ত হল ডাক্তারির নামে না-ডাক্তারের জালিয়াতি। বিপন্ন মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবন। রোগ হলে মানুষ এখন কোন বিশ্বাসে কার কাছে যাবে? রোগমুক্তি না ঘটলে আসল ডাক্তারকেও তো সে জাল ডাক্তার ভাববে।

মানুষের জীবন-মরণ নিয়ে এই জালিয়াতির কারবারকে অবশ্যই যে-কোনো মূল্য স্তব্ধ করতে হবে। তাতে সরকারকে যেমন বিশেষভাবে সক্রিয় ও কঠোর হতে হবে, তেমনি প্রকৃত ডাক্তারদেরও, প্রয়োজনে সঙ্ঘবদ্ধভাবে এর প্রতিরোধে নামতে হবে। অন্যান্য গণসংগঠনগুলিকেও সরব হতে হবে।

এখন আবার জাল আইনজীবীদেরও সন্ধান মিলতে শুরু করেছে। জাল-এর এই ক্রমপ্রসারণকে বন্ধ করতে না পারলে মানুষের জীবন ও জীবন-যাপন ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর বিপদের সম্মুখী হবে।

বর্ধমানের দত্ত সেন্টার সংলগ্ন রাস্তার আবর্জনার স্তূপ সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করছে ব্যবসায়ী সমিতি। স্থানীয় কাউন্সিলার সহযোগিতায় এগিয়ে এলেও জায়গার মালিকের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই।

এক ডজন প্রশ্ন

১. থার্মোমিটার কে আবিষ্কার করেন? কবে কোথায় জন্ম? মৃত্যু কবে হয়েছিল?
২. বিদ্রোহী কবি কাকে বলা হয়? তিনি কবে কোথায় জন্মান? কবে কোথায় মৃত্যু হয়?
৩. বিপ্লবী রাসবিহারী বসু কবে কোথায় জন্মান? কবে কোথায় মৃত্যু হয়?
৪. বিশ্বে প্রথম কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গ কে জয় করেন? কবে জয় করেন? কবে তিনি প্রয়াত হন?
৫. জ্যোতি বসু পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয়বার কবে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন? প্রথম তিনি কবে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন?
৬. প্রথম ভারতীয় এম. ডি এবং এফ.আর.সি.এস. ডাক্তার কে ছিলেন? তিনি কবে কোথায় জন্মান? কবে তিনি প্রয়াত হন?
৭. বিসিজি টিকার উদ্ভাবক কে ছিলেন? তিনি কত সালে নোবেল পান? কবে তাঁর মৃত্যু?
৮. রেঙ্গুনের নাম পাল্টে কবে ইয়াঙ্গুন রাখা হয়?
৯. কে কবে প্রথম বিমান চালিয়ে একা আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করেন?
১০. কবে প্যারি কমিউনের পতন হয়?
১১. আলো জ্বালার জন্য ব্যাটারি কে কবে আবিষ্কার করেন?
১২. সুভাষচন্দ্র বসু কবে কোথায় বর্ধমান পৌরসভার কংগ্রেস প্রার্থীর সমর্থনে ভাষণ দিয়েছিলেন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

পরিবেশ ও নৈতিকতা

রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমগ্র মানবজাতির কাছে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হল তার পরিবেশ। আর এই মহামূল্যবান সম্পদকে তার উত্তরসূরীর কাছে যথাসম্ভব অপরিবর্তিত রেখে প্রত্যার্পণ করা আবশ্যিক। কিন্তু মানুষ অমিতচারী ও স্বার্থপর তাই তার প্রয়োজনে এই পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়ে এক সংকটের দিকে মানব সভ্যতাকে ঠেলে দিচ্ছে। আমাদের বিবেচনাহীন অবৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড ইতিমধ্যেই পঁয়ত্রিশ কোটির বেশি পরিবেশগত উদ্বাস্তু উপহার দিয়েছে। উপহারের তালিকায় আছে আরও পঞ্চাশ কোটির বেশি মানুষ যারা পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলেছে। তাই এই সন্ধিক্ষণে মানবজাতির অস্তিত্বরক্ষার জন্য পরিবেশ সুরক্ষা একান্তভাবে অপরিহার্য। এর জন্য প্রয়োজন পরিবেশ সচেতন নাগরিক, রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং অবশ্যই পরিবেশমূলক নৈতিকতা।

বর্তমান পৃথিবীতে জনসংখ্যার চাপ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এই বিপুল সংখ্যক মানুষের খাদ্য, বাসস্থান ও রুজিরোজগারের প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে। এছাড়া কিছু সংখ্যক বিত্তবান গোষ্ঠী, ব্যক্তির সীমাহীন ধনসম্পদ সংগ্রহের চেষ্টার ফলে সমগ্র পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এবং পরিবেশের অন্তর্গত বাস্তুসংস্থানও বিপন্ন ও বিপর্যস্ত। মানুষের অমিতাচার ও সর্বগ্রাসী লোভের হাত থেকে প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করা আজ এক সমস্যা। অর্থনৈতিক উন্নতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বনভূমিকে নির্বিচারে ধ্বংস করে সেখানে ইট, কাঠ, পাথরের নগরপত্তন, কলকারখানা পরিবেষ্টিত শিল্পনগরের স্থাপন, বিদ্যুৎ উৎপাদনের ও কৃষিকাজের প্রয়োজনে নদীবাঁধ নির্মাণ ও জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ইত্যাদি পরিবেশকে প্রতিনিয়ত দূষিত করে চলেছে। যা আজ ভয়াবহ পরিবেশ উষ্ণায়নের সৃষ্টি করেছে। এই সংকট-মুহূর্তে পরিবেশকে দূষণমুক্ত করে সুরক্ষা প্রদান না করলে এই জীবজগৎ সহ পৃথিবী একদিন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। তাই পরিবেশকেন্দ্রিক নৈতিকতা আজ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। এর মূল কথা হল একান্ত প্রায়োজন না হলে শুধুমাত্র কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখের জন্য পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করা বা বাস্তুসংস্থানের ক্ষতিসাধন করা অন্যায়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চিন্তা করে নিজের স্বল্পমেয়াদি স্বার্থচিন্তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে পরিবেশের সুরক্ষা হল এক ন্যায়সঙ্গত উচিত কাজ। কারণ পরিবেশের সম্পদ

মানবজাতির পূর্বপুরুষ-প্রদত্ত উপহার নয় বরং উত্তরপুরুষ প্রাপ্ত ঋণ।

আমরা সমগ্র মানবজাতি একটি গ্রহে বাস করি যা হল পৃথিবী। কিন্তু সাম্প্রতিক বৈষম্যের কারণে মানবসমাজের বাসস্থান দুটি পৃথিবীতে বিভক্ত—একটি পৃথিবী হল ধনী শিল্পসমৃদ্ধ উত্তরখণ্ড আর অপরটি হল দারিদ্র্য কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ সমৃদ্ধ উন্নয়নশীল দক্ষিণখণ্ড। বিশ্বপরিবেশের উত্তরখণ্ডটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, শিল্পসমৃদ্ধ ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের সমন্বয়ে গঠিত। এদের জি-৭ বা এ্যানেক্স-১ দেশও বলা হয়ে থাকে। অন্যদিকে বিশ্ব পরিবেশের দক্ষিণখণ্ডটি আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও এশিয়ার নন-এ্যানেক্স-১ দেশগুলির নিয়ে গঠিত। এই দুই খণ্ডের মধ্যে জনসংখ্যার বিস্তার, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সম্পদের প্রকৃতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অবস্থা ও শিল্পায়নের ব্যাপক পার্থক্য বর্তমান। যার ফলে এই দুই গোষ্ঠীভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে এবং বর্তমানে উত্তরখণ্ডের দীর্ঘস্থায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পদের ব্যবহার ও পরিবেশসহায়ক উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে। বর্তমানে কার্বন নিঃসরণ যা গ্রিনহাউস এফেক্টকে বাড়িয়ে তোলে, উন্নয়নশীল দেশগুলির সামনে এক বিপদ সংকেত। কার্বন নিঃসরণে বিশ্বে চিন প্রথম, দ্বিতীয় আমেরিকা এবং ভারতের স্থান চতুর্থ। কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ না করলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং একুশশো সালের মধ্যে তা প্রায় দু ডিগ্রি বেড়ে যাবে। পৃথিবী জুড়ে আবহাওয়ার চরম পরিবর্তন ঘটবে এবং প্রকৃতির রোষ থেকে কেউ রক্ষা পাবে না। রাষ্ট্রপুঞ্জের বিধিনিয়ম অনুযায়ী কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ সমঝোতা হয় ১৯৫টি দেশের মধ্যে। ২০১৫ সালের ১২ ডিসেম্বর প্যারিসের বৈঠকে ‘প্যারিস জলবায়ু চুক্তি’র বয়ান ও শর্ত চূড়ান্ত হয়। ২০১৬-র ২২ এপ্রিল নিউইয়র্কে চুক্তি সই সংগ্রহ শুরু হয়। চুক্তির অন্তর্গত ১৯৫টি দেশের মধ্যে ১৮৭টি দেশ চুক্তির শর্ত মেনে চলতে রাজি হয়। ২০১৬ সালের ৪ নভেম্বর থেকে চুক্তি কার্যকর হয়েছে। কিন্তু আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্যারিস জলবায়ু চুক্তি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছেন যা আগামী পৃথিবীর পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

বিশ্ব পরিবেশ ধ্বংসে এই আশঙ্কার কথা সমগ্র মানবজাতির অনুধাবন করা উচিত এবং ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ভাবনার সাথে পরিবেশকেন্দ্রিক নৈতিকতা চর্চার প্রয়োজন যার মূল কথা হল “একান্তভাবে প্রয়োজনীয় না হলে কেবলমাত্র স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখের বিনিময়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করা বা বাস্তুসংস্থানের ক্ষতিসাধন করা অনুচিত ও ক্ষমাহীন অপরাধ। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষার স্বার্থে স্বল্পমেয়াদি স্বার্থচিন্তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে পৃথিবীর প্রতিটি দেশের নাগরিকের পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হল ন্যায়সম্মত কাজ।”

বাজারের কাঁচা সবজি-ফল কতটা নিরাপদ?

আব্দুস সবুর

আহারে বাহার আনার ইচ্ছা ভোজনরসিক বাঙালির তো চলছেই, আর ভুভারতে বাঙালি ছাড়া আর কেউ যে আহারে বাহার আনেন না সেকথাও সত্য নয়। কিন্তু স্বাস্থ্য সচেতনতার যুগে আমরা বাজার-দোকানে গিয়ে খাঁটি বা টাটকা শাক-সব্জির সন্ধান করি। বেগুন কানা কিনা, ফুলকপিটায় কোথাও কালো অংশ আছে কিনা, পটল-ঢ্যাড়সগুলো শুকনো কিনা—বাছবিচারের তালিকা ক্রমেই বাড়তে থাকে। আর টুকটুকে লাল আপেল বা কাঁচা পটলের সবুজ রং দেখিয়ে দাম চড়াতে থাকেন দোকানিরাও। আমরাও সাদা মনে তাদের কথা বিশ্বাস করে মানসিক শান্তি পাই। আজ পুরো টাটকা বাজার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি। মানসিক শান্তি! হ্যাঁ কথাটা বেশ সচেতনভাবেই বলা হলো। কারণ বাজার থেকে যে সবজি বা ফল আপনি টাটকা বলে নিয়ে গেলেন তা সত্যিই টাটকা তো! ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অব ইন্ডিয়া-র এক তথ্য জানাচ্ছে ২০১৪-১৫ সালে তারা ৪৯,২৯০টি খাদ্যের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখলেন যে পাঁচভাগের এক ভাগ নমুনাই বিষাক্ত। FSSAI হলো এমনই একটি সংস্থা যারা সারা-ভারতের খাদ্যসামগ্রীর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে শংসাপত্র দিয়ে থাকে, তাদেরই নমুনা পরীক্ষাতে এই তথ্য উঠে এসেছে। খাদ্য সামগ্রির বিশুদ্ধতা নিয়ে যারা গবেষণা চালান তারাই জানাচ্ছেন, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে মটরশুঁটিকে দীর্ঘদিন সবুজ রাখতে এবং তাজা দেখানোর জন্য মেশানো হয় মালাচিট গ্রিন নামক ডাই যেটা আমাদের পাকস্থলীর জন্য মোটেও সুখকর নয়।

শুধু মটরশুঁটি নয়, বেগুন, পটল, ঢ্যাঁড়স সহ একাধিক সবজিকে সতেজ

দেখাতে ব্যবহৃত হচ্ছে এই ধরনের ডাই। কেবলমাত্র সবজির ক্ষেত্রেই নয়, FSSAI গবেষকরা জানাচ্ছেন, তরমুজেও মেশানো হচ্ছে এই ধরনের কৃত্রিম রঙ। অনেক সময় ডাক্তাররা বলে থাকেন স্বাস্থ্য রাখতে রোজ একটা করে আপেল খেতে। তাতেও নাকি থাকছে বিষ। গবেষকরা জানাচ্ছেন, আপেলকে আকর্ষণীয় করে তুলতে মোমের প্রলেপ দেওয়া হয়ে থাকে অনেক ক্ষেত্রেই। আমরা বাজার থেকে ভালো আপেল খুঁজে নিয়ে বেশি দাম দিয়ে থাকি। তাহলেই বুঝুন। বেশি দাম দিয়ে আপেল কিনে সুস্বাস্থ্যের বদলে স্বাস্থ্য-হানির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি।

চমকে যাবেন না এতেই। আরও সব ভয়াবহ বিষ আছে খাদ্যের মধ্যে। দুধের মতো অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যের মধ্যেও বিষ নাকি লুকিয়ে থাকে। অনেকক্ষেত্রেই দুধে মেশানো হচ্ছে ইউরিয়া, কসটিক সোডা, রান্নার জন্য ব্যবহৃত সস্তার তেল এমনকি ডিটারজেন্টও। এই ধরনের সামগ্রী ব্যবহৃত হয়ে তৈরি হয় সিন্থেটিক দুধ।

এই সিন্থেটিক দুধের প্রভাব কিভাবে আমাদের শরীরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে তা জানলে তো উদ্বিগ্ন হওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, দুধে এই ধরনের ভেজাল ব্যবহৃত হলে কমতে পারে দৃষ্টিশক্তি। হতে পারে ক্যানসারের মতো ভয়াবহ রোগও। এছাড়া গর্ভবতী মহিলা থেকে শুরু করে ছোটো-ছোটো শিশুদের প্রত্যেকেরই শরীরে কম-বেশি ক্ষতি করে থাকে এই ধরনের দুধ।

সচেতনতা বাড়ানোর হাজারো প্রয়াসের মধ্যে ‘সর্ষের মধ্যে ভূত’ হিসাবে লুকিয়ে থাকছে খাদ্যে বিষক্রিয়ার বিষয়টি। পরিত্রাণের উপায় যে একেবারে অধরা তা কিন্তু নয়।

তবে সর্বত্র নজরদারির মতো সর্বস্তরের পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য আমাদের এখনও হাঁটতে হবে অনেক দূর। আপাতত স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে বাজার থেকে টাটকা শাক-সব্জি আর ফল কিনে স্বাস্থ্য ঠিক রাখার দিকে এগোতে হবে।

তথ্যসূত্র : আন্তর্জাল

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

প্রকৃতির কোলে যাও

রামপ্রণয় গঙ্গোপাধ্যায়

প্রভাতী সংবাদ বুলেটিনের প্রথম ভাষ্যে যেন বিনা মেঘে বজ্রপাতের রণধ্বনি শোনা গেল—"আমেরিকা প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসবে। কেননা এতে লাভবান হবে চিন ও ভারত। নয়াদিল্লি কোটি-কোটি ডলার পাবে, আর নতুন নতুন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে উঠবে সেদেশে, আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্য ও

কর্মসংস্থান দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" ওয়াশিংটনের 'রোজ-গার্ডেন'-এ বসে পরিবেশ মাসের (জুন) প্রথম দিনেই পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমণের দেশ আমেরিকার নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই ঘোষণার অর্থ প্রকারান্তরে সারা বিশ্বের পরিবেশপ্রেমী মানুষের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া। কারণ ২০১৫ সালের ওই সর্বসম্মত চুক্তিতে পৃথিবীর ১৯৭টি দেশের মধ্যে ১৯৫ দেশই সই করেছিল। ওই চুক্তির মর্মবস্তু অনুসারে কিয়াটো প্রটোকলের দ্বিতীয় পর্বের মেয়াদ (২০১৩-২০২০) শেষ হবার পর থেকে সমস্ত উন্নত দেশসমূহ স্ব স্ব দেশে ২০০৫ সালে উদ্‌গিরিত সর্বোচ্চ মাত্রার গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণের তুলনায় ৩০ শতাংশ কমাবে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য একশো বিলিয়ন ডলারের একটি তহবিল গঠনে অংশগ্রহণ করবে যাতে ওই অর্থ দিয়ে উন্নয়নশীল দেশসমূহের উন্নয়নের স্বার্থে গ্রিনহাউস উদ্গিরণকারী প্রযুক্তির পরিবর্তে উন্নততর প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটানো যায়, গত বছর 'মারাকাস-সম্মেলনে' এই চুক্তির প্রাথমিক পর্যালোচনা করা হয়।

তবে আশার কথা এই যে মার্কিনীরা তাদের রাষ্ট্রপতির সক্রিয় বিরোধিয়া দলে দলে পথে নেমেছেন, জার্মানির চ্যান্সেলার এ্যাঞ্জেলা মার্কেল চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেছেন, জলবায়ু সংরক্ষণে আগের থেকে দৃঢ়তর পদক্ষেপ নেবে। প্যারিস চুক্তিকালীন সময়ের রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা বলেছেন, "আমেরিকা ভবিষ্যৎকেও নস্যাৎ করে দিচ্ছে।" এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের গভীর উদ্বেগ প্রকাশিত হয়েছে একটি ছোট্ট বাক্যের মাধ্যমে—"এটা একেবারে ভুল সিদ্ধান্ত।"

ঠিক চার বছর আগে, ২০১৩ সালের ৫ই জুন (পরিবেশ দিবসে) ভারতীয় বিদেশ বিভাগে কর্মরত জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রাক্তনী, কবি অভয় কুমার যে সংগীতটি রচনা করেছিলেন, ২০১৭ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপনের ঠিক চার দিন আগে মানবসভ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারীর জন্য তা মোক্ষম জবাব হতে পারে। ভাবানুবাদে যা দাঁড়ায়—

ব্রহ্মাণ্ডের নীলাম্বরির মুক্ত বিন্যস্ত পৃথ্বী
মহাবিশ্বের অদ্ভুত গ্রহের জ্যোতি
সব মহাদেশ একত্র
সব বনস্পতি, সব জীব একত্র
একত্র পৃথিবীর সব প্রজাতি।
কৃষ্ণাঙ্গ, বাদামী, সাদা
বিভিন্ন রঙের আমরা সবাই মানুষ
এবং পৃথিবীই আমাদের একমাত্র ঘর।
ব্রহ্মাণ্ডের নীলাম্বরির মুক্ত বিন্যস্ত পৃথ্বী
মহাবিশ্বের অদ্ভুত গ্রহের জ্যোতি
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে
সব লোক, সব রাষ্ট্র একত্র
একত্র, আমরা সবাই একত্র
আসুন ওড়াই মানবসভ্যতার নীল পতাকা,
কৃষ্ণাঙ্গ, বাদামী, সাদা
বিভিন্ন রঙের আমরা সবাই মানুষ
এবং পৃথিবীই আমাদের একমাত্র ঘর।

২০১৭ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের ভাবনা (Theme) বা শ্লোগানটির মধ্যেও যেন অনুরণিত হচ্ছে এই গানেরই সুর "Connecting People to Nature–in the City and on the Land, from the poles to the equator" (শহর থেকে গ্রামে, উত্তর থেকে দক্ষিণে, মেরুপ্রদেশের পেঙ্গুইনদের বাসস্থানে এবং বিষুবরেখার দু'পাশে থাকা সমস্ত মানুষকে যুক্ত কর প্রকৃতির সঙ্গে)। সুতরাং প্রকৃতি প্রেমের মধ্যেই নিহিত বাঁচার জন্য সংগ্রাম, দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় যা সভ্যতার প্রথম দিনটি থেকেই আদিমতম মানুষ করতে শুরু করেছেন, তার উত্তরাধিকারীরূপে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের দৃঢ়তা নিয়ে বিপন্ন বসুন্ধরাকে বাঁচাতে আসুন, ৫ই জুন আমরা সবাই একজোট হই।

গ্রাহকদের প্রতি

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহকচাঁদা বাৎসরিক ১০০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়। *-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি*

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৭

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীর বর্তমান (এপ্রিল ২০১৭) জনসংখ্যা সাতশো পঞ্চাশ কোটি। এই বিপুল জনসংখ্যার প্রতি মুহূর্তের শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের মূল্য কয়েক কোটি টাকা। প্রকৃতি বিনা মূল্যে এই অক্সিজেন ধনী-নির্ধন, আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে সবার কাছে হাজির করছে। যা সহজলভ্য, যা না চাইতেই পাওয়া যায় তাই নিয়ে আমরা তেমন করে ভাবি না। বিশুদ্ধ পানীয় জলও তেমনি মহার্ঘ। আমরা যে সামান্য মূল্যেই হোক বা বিনামূল্যে সংগ্রহ করি না কেন জলের দরুণ সামান্য শ্রম-মূল্য আমাদের ধরে দিতেই হয়। কিন্তু সেই জল আর বাতাস আজকের দিনে ভয়ানক দূষিত। ১৯৭২ সাল থেকে প্রতি বছর এই মাত্রাতিরিক্ত দূষণের বার্তা নিয়ে বিশ্ব জুড়ে পরিবেশ দিবস পালনের উদ্যোগ। এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের শ্লোগান "Connecting people to Nature–in the city & on the land, from the poles to equator". প্রকৃতির সাথে মানবজাতির যোগ রক্ষা করা—শহর থেকে গ্রামে; মেরুপ্রদেশ থেকে বিষুবরেখা পর্যন্ত সার্বিক যোগ শুধু ভৌগোলিক নয় এক অবিনশ্বর মানবিক যোগসূত্র গড়ে তোলা আজকের দিনে ভীষণ জরুরি।

আমাদের দেশের জনসংখ্যা একশো ত্রিশ কোটি অতিক্রান্ত। বর্তমান হারে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে আগামী পাঁচ বছরে পৃথিবীর সর্বাধিক জনসংখ্যার দেশ হবে ভারতবর্ষ। তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ভারতের উন্নয়নের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। মনে রাখা দরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হলেই উন্নয়নের রথের ঘোড়া টগবগিয়ে ছুটবে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। তবে মানব সম্পদের উন্নয়ন হলে জনসংখ্যার বিস্ফোরক বৃদ্ধি ঘটবে না বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এর সঙ্গেই দারিদ্র্যের সম্পর্ক রয়েছে। ভারত সম্পদশালী দেশ কিন্তু দেশের প্রায় চল্লিশ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে। ন্যূনতম খাদ্য, বস্ত্র আর বাসস্থানের অভাবে একটি বড় অংশ সরকারি উন্নয়নের আলো হতে অনেক দূরে। দারিদ্র্যের দায় পরিবেশকে নানানভাবে কলুষিত করছে। কৃষিজীবী দেশ এই ভারতবর্ষ। কৃষিতে আধুনিক সার ও কীটনাশক একদিকে যেমন উৎপন্ন ফসলকে বিষাক্ত করছে অন্যদিকে এই বিষাক্ত রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে মাটির রসায়ন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, ব্যবহারকারী কৃষিজীবী মানুষও সর্বনাশা রোগের শিকার। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জিন প্রযুক্তির বীজ ও কৃষি ব্যবস্থা। কৃষি উন্নয়নের নামে সমগ্র কৃষিব্যবস্থা আজ এক ভয়াবহ অবস্থার শিকার। বাড়ছে কৃষিজীবী পরিবারের আত্মহত্যার ঘটনা। সরকার নীরব দর্শক।

বিশুদ্ধ পানীয় জলের সমস্যা আমাদের দেশের অন্যতম বড় সমস্যা। কৃষিতে রাসায়নিক সারের অপপ্রয়োগ পানীয় জলকে দূষিত করছে। যথেচ্ছ জলের ব্যবহার, জলের অপচয়, শিল্পক্ষেত্রের দূষিত সব মিলিয়ে জলকে মহার্ঘ করে তুলেছে। আগামী দিনে জলের সমস্যা নিরসনে কোনো বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা নেই বললেই চলে। একটি ছোট্ট উদাহরণ দিলে আমাদের সমস্যার গভীরতা খানিকটা বোঝা যাবে। আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ভারতের ৩১১৯টি বড় শহরের মধ্যে মাত্র ২০৯টিতে শহরের ময়লা জল শোধনের ব্যবস্থা আছে। গঙ্গা ও অন্যান্য নদী তীরবর্তী সমস্ত শহরগুলি শহরের অব্যবহৃত নোংরা জল নদীতে নিক্ষেপ করে। এর পরেও মা গঙ্গা পবিত্র বলে কেউ কেউ দাবি করেন। শোনা যায় পবিত্র 'গঙ্গোদক' ভারতের ডাক ও তার বিভাগের সৌজন্যে আগামী দিনে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাবে। গঙ্গা দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রয়াগে, এলাহাবাদে পূজা, হোম, যজ্ঞ শেষে শত শত কলসী বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ ঢালা হয়েছে। ভারতের নদীগুলি আরো কলুষিত হয়েছে। জলাভূমিগুলিকে

বুজিয়ে ফেলা হচ্ছে। এর সুদূরপ্রসারী ফল সম্পর্কে আমরা এখনো ফলপ্রসূ আলোচনা করি না, মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করি না। আমাদের সব কর্ম প্রচেষ্টা 'মা ফলেষু কদাচন' আদর্শের দ্বারা চালিত।

পরিবেশবিদদের মতে আমাদের স্থলভাগের ৩৩ শতাংশ বনভূমি থাকা উচিত। ইউরোপ আমেরিকার অনেক দেশেই বনভূমির পরিমাণ ৪০ শতাংশের বেশি। আমাদের বনভূমি ২০ শতাংশের সামান্য বেশি। বন সংরক্ষণ ও পরিচর্যার পরিবর্তে দ্রুত নগরায়ণ ও কৃষিজমি বৃদ্ধির ফলে অরণ্যভূমি ধ্বংসের পথে। হাতি ও অন্যান্য প্রাণী লোকালয়ে হানা দিচ্ছে। বিকল্প পথের সন্ধান কই? বড় বাঁধ নির্মাণ, অরণ্যভূমিকে ধ্বংস করে। অথচ কৃষি ও শিল্পের প্রয়োজনে আমরা অপরিকল্পিত নদীবাঁধ ও নদী সংযুক্তিকরণের দিকে এগিয়েছি। বন্যা ও অবিরত জলোচ্ছ্বাসে প্রকৃতি তার শোধ তুলছে। মাটি ক্ষয় রোধ করা যাচ্ছে না। দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের সচেতনতার অভাব পরিস্থিতিকে আরো কঠিন জায়গায় ঠেলে দিচ্ছে। স্কুল কলেজে পরিবেশবিদ্যার পাঠক্রম রয়েছে, প্রজেক্ট ওয়ার্ক, পরীক্ষাও আছে। কিন্তু দৈনন্দিন আবর্জনা আমরা যত্রতত্র ফেলে থাকি। বিশেষত প্লাস্টিক মোড়ক বা প্যাকেট কোনো রকমে বাড়ির বাইরে ফেলতে পারলেই আমাদের দায়িত্ব শেষ। সরকারি ব্যবস্থাপনাও এখানে নগণ্য। শহরে আবর্জনা সংগ্রহের ব্যবস্থা রয়েছে, অপচনশীল আবর্জনা পৃথক করার ব্যবস্থা নেই। প্রান্তিক স্থানে আবর্জনার স্তূপ বাতাসে রোগজীবাণু ছড়ায়। বর্ষায় ধোয়ানি জল বিস্তীর্ণ এলাকাকে, স্থানীয় জলাশয় থেকে নদীকেও দূষিত করে তুলছে।

প্যারিস জলবায়ু চুক্তির মূল কথা হল : সারা বিশ্বে জলবায়ুর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। ভারতসহ পৃথিবীর ১৯৫টি দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রাক্-শিল্পবিপ্লবের গড় তাপমাত্রার কথা মাথায় রেখে চিন্তা করা হয়েছে। কে না জানে শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী দুশো বছর ঔপনিবেশিক রাজত্ব বিস্তারের নামে, দুটি বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরে, এশিয়া-আফ্রিকার বিস্তীর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করে আজকের উন্নত দেশগুলি তাদের সর্বাঙ্গীণ বিজয় পতাকা চির ভাস্বর করে রেখেছে। সঠিক কারণেই উন্নত ধনী দেশগুলিকে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দরিদ্র দেশগুলিকে সাহায্য করার স্বেচ্ছাধীন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ২ জুন ২০১৭ আমেরিকা এই চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার কথা ঘোষণা করেছে। বিশ্ব উষ্ণায়নে দায়ী গ্যাসগুলির নির্গমণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণে ভারত ইতিমধ্যেই কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। আমাদের দেশে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব সমস্যাকে জটিল করেছে। আমাদের শক্তির চাহিদা পূরণে, শিল্পকাঠামোর উন্নয়নের প্রাথমিক নীতিই হল বিরাজমান পরিবেশ কাঠামোয় হস্তক্ষেপ করা। টেকসই উন্নয়নের তাত্ত্বিক ভিত্তিকে আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই করার কথা ভাবি না। পরিবেশ আইন কার্যকর করা, আইন ভাঙলে উপযুক্ত শাস্তি বিধান, সচেতনতা বৃদ্ধি প্রভৃতি কার্যক্রমের মধ্যে দিয়েই আমরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি।

আশাহত মানুষের কথাই উঠে এল কবিতায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ জুন : কে যেন বলেছিল/জল দেব আলো দেব, বসন দেব/পেট ভরে ভাত দেব, আরও কত্তো কি!/এখন আমার সেই আশাগুলো সব ভোটভিখারিদের পকেটে। সমাজ ব্যবস্থার মর্মবেদনার নানা কথা উঠে এল কবিদের স্বরচিত কবিতায়। সারা বাংলা রাইটার্স গিল্ডের উদ্যোগে কালনা শহরে কবিতা পাঠের আসর বসে ঠাকুর পাড়ায় সাহিত্যিক সন্ধ্যা সাহার বাড়িতে। অনুষ্ঠিত কবিতা

পাঠের আসরে প্রখ্যাত সাহিত্যিক শুভেন্দু রাহার উত্তরসূরি রানা রাহা সহ শতাধিক কবি উপস্থিত ছিলেন। আয়োজক সংস্থার সভাপতি শ্যামল বারুরী বলেন, অনেকেই কবিতা লেখেন, কিন্তু তারা সবাই কবি নন। প্রকৃত কবি হলেন, তাঁরাই, যাঁরা সমাজজীবনের নানা ছবি তাঁদের কবিতায় সুচারুভাবে তুলে ধরতে পারেন।

নাদনঘাটে বধূহত্যার অভিযোগ, ফেরার অভিযুক্তরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩ জুন : অতিরিক্ত পণ আদায়ে ব্যর্থ হয়ে গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে খুন করার পর ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার রাত্রে নাদনঘাট বাজারে। বছর দশেক আগে মন্তেশ্বর থানার বুধপুরের সুব্রত দে-র সাথে বিয়ে হয় নাদনঘাটের অর্জুনপুকুরের মুনা দে (৩০)-র। তাদের একটি আট বছরের পুত্র সন্তান আছে। বিয়ের পরই সুমন দে সপরিবারে চলে আসে নাদনঘাট বাজারে। ব্যবসা শুরু করেই অতিরিক্ত পণ আদায়ে মুন্নার উপর নির্যাতন শুরু হয়। মুন্না কয়েকবার বাপের বাড়ি থেকে বেশ কিছু টাকা এনেও দেয়। কিন্তু টাকা ফুরিয়ে গেলে

আবার অত্যাচার শুরু হয়। শুক্রবার রাতে মুন্নার উপর সেই অত্যাচার চরম সীমায় পৌঁছায়। তাকে প্রথমে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় বলে নাদনঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। পুলিশ শনিবার সকালে মুন্না দে-র মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কালনা হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ জানায় অভিযুক্ত স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি সকলেই ফেরার।

বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে তালা বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩০ মে : দীর্ঘদিন প্রতীক্ষার পরও মেলেনি ১০০ দিনের কাজের মজুরি। তাই বকেয়া মজুরির দাবিতে গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে তালা দিয়ে বিক্ষোভ দেখাল তিন গ্রামের মানুষ। শেষে সাত দিনের মধ্যে বকেয়া মজুরি মেলার প্রতিশ্রুতি মিললে বিক্ষোভ উঠে যায়। কালনা-২ ব্লকের বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে কর্তাদের আশ্বাস, প্রতিশ্রুতি মিললেও গরিব মানুষের ১০০ দিনের কাজের বকেয়া মজুরি মেলেনি দীর্ঘদিন। তাই পঞ্চায়েত কর্তাদের উপর আস্থা হারিয়ে আটকেটিয়া, রামনগর, বৈদ্যপুর প্রভৃতি গ্রামের তিন শতাধিক মানুষ পঞ্চায়েতে জমায়েত হয়। দপ্তরের মূল গেটে তারা তালা লাগিয়ে সেখানে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। কালনা থেকে পুলিশ বাহিনী এসেও বিক্ষোভ তুলতে ব্যর্থ হয়। জয়েন্ট বিডিও সাত দিনের মধ্যে মজুরি মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে বিক্ষোভ উঠে যায়।

অভাবকে সঙ্গী করেই উচ্চমাধ্যমিকে সাফল্য রামকৃষ্ণ পাত্রের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালরনা, ৩০ মে : চরম অভাবের সাথে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশকে সঙ্গী করেই এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্য পেল রামকৃষ্ণ পাত্র। তপশিল জাতিভুক্ত রামকৃষ্ণের প্রাপ্ত নম্বর ৪০২। বিষয়ভিত্তিক বাংলা-৮৮, ইংরেজি-৯০, দর্শন-৭১, ভূগোল-৭৫, সংস্কৃত-৮২। এই প্রতিভাবান ছাত্রের বাড়ি কালনার আড়বেলিয়া গ্রামে। বাবা মোহিত পাত্র ভূমিহীন ক্ষেতমজুর। বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে মন্দা ও ১০০ দিনের কাজও বাড়ন্ত। ফলে পাত্র পরিবারের সময়ে সময়ে ঠিকমতো উনুনে হাঁড়িটাও চাপে না। পুকুরের পাড়ে তাদের থাকার জন্য একটা মাটির ঘর, সেখানে পৌঁছানোর রাস্তাটাও নেই। বর্ষার মধ্যে তাদের কাদা দিয়েই হাঁটতে হয়। স্থানীয় সেনেরডাঙা রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের এই ছাত্রটিকে এই ঘরে থেকেই পড়াশুনা করতে হয়। স্থানীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতা অশোক ঘোষ তার পড়াশুনার প্রতি

ঝোঁক দেখে শিশুবেলা থেকেই রামকৃষ্ণকে পড়াতে শুরু করেন। এখনও পর্যন্ত অশোক ঘোষ বিনা পারিশ্রমিকে তার গৃহশিক্ষকের কাজ করে যাচ্ছেন। অর্থাভাব দেখে তার স্কুলের শিক্ষকরাও তাকে সাহায্য করেছেন। রামকৃষ্ণের স্বপ্ন ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষা নিয়ে শিক্ষক হওয়ার। কিন্তু তার বাধা একমাত্র অর্থাভাব।

আত্মঘাতী মেধাবী ছাত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা ১ জুন : অনিষা সাঁতরা (১৯) নামের এক মেধাবী ছাত্রীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয় ১ জুন ভোরে। হুগলি উইমেন্স কলেজের বি এ দ্বিতীয় বর্ষের এই ছাত্রীর বাড়ি কালনা থানার রামেশ্বর পুর গ্রামে। কালনা মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত হয়। মৃতার বাবা দন্ত চিকিৎসক ডাঃ অনিল সাঁতরা জানান, অনিষা বরাবরের জন্যই পড়াশোনায় খুবই ভালো। তবে সামনে পরীক্ষা এলেই ও খুব ঘাবড়ে যেত। সামনেই বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা ছিল। এই পরীক্ষায় ভালো ফল হবে না বুঝেই অনিষা গভীর রাতে নিজের ঘরেই ওড়নার ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ডানিয়েল গাব্রিয়েল ফারেনহাইট। জন্ম ১৬৮৬ সালের ২৪ মে, পোল্যান্ডে, মৃত্যু ১৭৩৬ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর। ২. কাজী নজরুল ইসলাম। জন্ম ১৮৯৯ সালের ২৪ মে (১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ) মৃত্যু ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট, বাংলাদেশের ঢাকায়। ৩. ১৮৮৫ সালের ২৫ মে, বর্ধমান জেলার রায়না থানার সুবলদহ গ্রামে। মৃত্যু জাপানে ১৯৪৫ সালের ২১ জানুয়ারি। ৪. জর্জ ব্যান্ড। ১৯৫৫ সালের ২৫ মে। মৃত্যু ২০১১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর। ৫. ১৯৮২ সালের ২৬ মে, প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ২১ জুন ১৯৭৭ সাল। ৬. ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্র। ১৮৬৭ সালের ২৭ মে, রায়নার কাইতি গ্রামে জন্ম। মৃত্যু ১৯৩৪ সালের ৫ অক্টোবর। ৭. রবার্ট কখ্। ১৯১০ সালে। মৃত্যু ১৯১০ সালের ২৭ মে। ৮. ১৯৮৯ সালের ২৭ মে। ৯. কর্ণেল চার্লস লিন্ডবার্গ, ১৯২৭ সালের ২৭ মে। ১০. ১৮৭১ সালের ২৮ মে। ১১. বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন। ১২. ১৯৩৮ সালের ২৮ মে, বর্ধমান শহরের নূতনগঞ্জের ঈশ্বরীতলায়।

আঁতাতের গন্ধ পাচ্ছে শ্রমিকরা

—প্রথম পাতার পর

আমাদের মধপুর শাখা থেকে চার কোটি বাহাত্তর লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। সুদে আসলে বর্তমানে হয়েছে ছয় কোটি ছেষট্টি লক্ষ টাকা। এই ঋণ অনাদায়ের জন্যই আজ প্রশাসনের সহায়তায় ব্যাংক শ্রীকৃষ্ণ হিমঘরটির দখল নিল। ইতিমধ্যে দখল প্রক্রিয়া চলাকালীন তৃণমূল পরিচালিত কালনা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শ্যামলকুমার দাঁ সেখানে হাজির হয়ে ব্যাংকের আঞ্চলিক ম্যানেজার স্বপন রায়ের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ করেন। তিনি প্রকাশ্যেই বলেন, এই হিমঘরের ক্যাপাসিটি মাত্র সত্তর হাজার বস্তা। যার বাজার মূল্য তিন কোটির উপরে নয়। হিমঘর মালিক ও আঞ্চলিক ম্যানেজারের সাথে গোপনে আঁতত হওয়ায় হিমঘরকে চার কোটি বাহাত্তর লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছিল। এতো পরিকল্পনা মতোই ঋণ শোধ করা হয়নি। অন্তিম কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলেও ব্যাংক ওই টাকায় শ্রীকৃষ্ণ হিমঘর বিক্রি করতে পারবে না। শ্যামলবাবুর এই অভিযোগ সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে ব্যাংক ম্যানেজার স্বপন রায় বলেন, আমি ব্যাংকের নিয়ম মেনই কাজ করেছি। কে কী বললেন আমার কিছু এসে যায় না।

মরদেহ ফিরল দুর্গাপুরে

—প্রথম পাতার পর

অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। জয় করেছিলেন চন্দ্রা বিসি-১৩, সাটোপানের মতো দুরূহ শৃঙ্গ ও এইটিন পাস। নবীন পর্বতারোহীদের উৎসাহ যোগাতে তাঁর জুড়ি ছিল না। দুর্গাপুর ছাড়িয়ে তাঁর নাম সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। ২০১৪ ও ২০১৫ সালে এভারেস্ট অভিযানে গিয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে ফিরে আসতে হলেও, অদম্য পরেশচন্দ্র নাথ ২০১৬ সালে আবার এভারেস্ট অভিযানে অংশ নিয়ে পাহাড়ের কোলেই চির নিদ্রায় ঢলে পড়লেন মাত্র ৫৮ বছর বয়সে। রেখে গেলেন স্ত্রী ও এক পুত্রকে। কেবলমাত্র এক হাত নিয়ে (বাল্যকালে দুর্ঘটনায় বাঁ হাতের কব্জির নীচের অংশ বাদ যায়) দুরূহ পর্বতারোহণে ইতিহাস রচনা করে গেলেন পরেশচন্দ্র নাথ।

আগ্নেয়াস্ত্র ও জাল টাকা উদ্ধার

—প্রথম পাতার পর

আমি বাহিনী নিয়ে পূর্ব সাতগাছিয়ার এস টি কে কে সড়কে ওৎ পেতে অপেক্ষা করি। আজ ভোরে সেখানে অ্যাম্বুলেন্সটি এলে আটকানো হয়। তল্লাশি করে পাওয়া যায় ৫১ হাজার টাকার জাল নোট, দুটি পিস্তল, কয়েকটা কার্তুজ। গ্রেপ্তার করা হয় অ্যাম্বুলেন্সে থাকা উল্লেখিত নার্সিংহোমের মালিকের ছেলে সঞ্জিত শর্মা সহ শিবু রাজবংশী ও প্রতাপ সরকারকে। ধৃত তিনজনকে কালনা আদালতে হাজির করিয়ে ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করা হয়। বিচারক ধৃতদের ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

পিছু ছাড়ছে না সরকারকে

—প্রথম পাতার পর

ঝড়ে লন্ডভণ্ড হয়ে যায় শস্যভাণ্ডার পূর্ব বর্ধমান। আমন, আলু মার খাওয়ার পর ঘুরে দাঁড়াবার জায়গা ছিল বোরো চাষ। জমির মালিক ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছে কেবলমাত্র পূর্বের জমানো টাকার জোরে। দিন আনা দিন খাওয়া ভাগচাষি ঋণের ফাঁদে আটকে যাচ্ছে। মুক্তি পেতে বেছে নিচ্ছে আত্মহত্যার পথ। এমনই একজন আত্মহত্যা করলেন বুধন দাস (৩২)। গলসীর নবগ্রামের ক্ষেতমজুর বুধন এবার ৫ বিঘা জমি ভাগে চাষ করে। আমন চাষে দেনা হয়, সেটা শোধ করতে এবার বোরো চাষ করে। কিন্তু এবার প্রাকৃতিক বিপর্যয় যে সব শেষ করে দেবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি। মালিকদের তাগাদা সহ্য করতে না পেরে কীটনাশক খায়। এর আগে মেমারির জয়ন্ত কোড়া, কাটোয়ার সাহেব ঘোষ, মঙ্গলকোটের দাশরথী মাজি, ভাতাড়ের সম্রাট রায়, দিলীপ ঘোষ, বর্ধমান সদরের কার্তিক মণ্ডল সহ একাধিক ভাগচাষির মৃত্যুতে এখনও হেলদোল নেই সরকারের।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

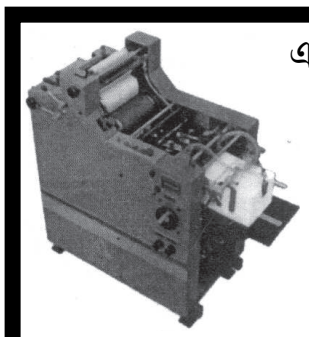
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
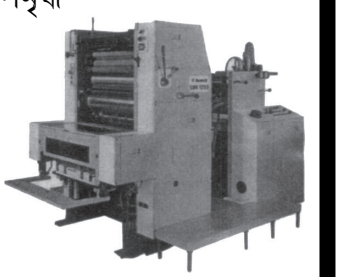
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা